প্রথম আলো

28 MAY 2017

সড়ক দুর্ঘটনায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র নিহত হওয়ার জের ধরে গতকাল ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ● ছবি : প্রথম আলো

সড়ক দুর্ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র নিহতের জের

উপাচার্যের বাসভবনে ভাঙচুর ছাত্রাবাস খালির নির্দেশ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের সড়ক অবরোধকারী শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে। এ ঘটনার জের ধরে গতকাল শনিবার বিকেলে উপাচার্যের বাসভবনে ভাঙচুর করা হয়। সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রের পরিবারকে ১০ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়াসহ বিভিন্ন দাবিতে গতকাল দুপুর পৌনে ১২টা থেকে বিকেল সোয়া ৫টা পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।

গত শুক্রবার ভোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হল-সংলগ্ন সিঅ্যান্ডবি এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নাজমুল হাসান ও মেহেদি হাসান নামের দুই শিক্ষার্থী নিহত হন। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবি, নিহত শিক্ষার্থীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, গতিরোধক ও পদচারী-সেতু (ফুটওভারব্রিজ) নির্মাণসহ আরও কয়েকটি দাবিতে প্রধান ফটকসংলগ্ন ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এর ফলে মহাসড়কে পাঁচ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে এবং ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

বেলা একটার দিকে উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম এবং সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মো. আবুল হোসেনসহ কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মকর্তা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা দাবি পূরণের আশ্বাস দিয়ে অবরোধ তুলে নিতে অনুরোধ করেন।

বেলা দুইটার দিকে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি জুয়েল রানা এবং সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান চঞ্চলসহ আরও কয়েকজন নেতা আন্দোলনকারী কয়েকজনকে চড়-থাপ্পড় মারেন বলে অভিযোগ ওঠে। শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিকভাবে হামলাকারী ছাত্রলীগ নেতাদের বিচারের দাবি করেন।

এর প্রায় এক ঘণ্টা পর সাভার ও আশুলিয়া থানার পুলিশ শিক্ষার্থীদের ওপর রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে এবং লাঠিপেটা করে। এ সময় আহত হন জাগোনিউজটোয়েন্টিফোর-এর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি হাফিজুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা সুদীপ্ত শাহিনসহ সাত-আটজন।

এ বিষয়ে ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফুল আজিম বলেন, 'মহাসড়ক সচল রাখতে আমরা দায়িত্ব পালন করছি।' সাংবাদিককে গুলি করার বিষয়ে তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছে, এখনই তা বলা সম্ভব নয়।

এ ঘটনার জের ধরে বিকেলে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাঁরা জানালার কাচ, বাতি ভাঙচুর করেন ও সিসি ক্যামেরা খুলে ঘুরিয়ে দেন। শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার ঘটনায় উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেন তাঁরা। রাত ১০টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শতাধিক শিক্ষার্থী উপাচার্যের বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। একপর্যায়ে পুলিশ এসে বাসার ফটক বন্ধ করে দিলে ভেতরে ৪০-৪৫ জন শিক্ষার্থী আটকা পড়েন। এরপর পুলিশ তাঁদের আটক করে আশুলিয়া থানায় নিয়ে যায়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি মামলা করে। আজ রোববার সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্রাবাস খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.বি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে